দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 AUG 2017
পৃঃ ২০ কলাম ৪

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ফল বিপর্যয়ে ৯ কারণ চিহ্নিত

সমস্যা সমাধানে নয় দফা সুপারিশ

■ মো. লুৎফুর রহমান, কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়ের নেপথ্যে ৯টি কারণ চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে ফল উন্নয়নের জন্য নয় দফা সুপারিশ করেছে বোর্ডের ৪ সদস্যের তদন্ত কমিটি। বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট গত বুধবার ওই কমিটি তাদের সুপারিশ সম্বলিত ৪ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদন দাখিল করে। ফল বিপর্যয়ের বিষয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে তা খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়ার পর নড়েচড়ে বসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি ও বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং ২৫ জুলাই কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ওই তদন্ত কমিটি গঠন করে। এ বছর কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের অধিভুক্ত ৬ জেলার ৩৯০টি শিক্ষা পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের

২০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠান থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় ১ লাখ ৩৭২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে পাস করে মাত্র ৪৯ হাজার ৭০৪ জন, যা দেশের ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে কম। গড় পাসের হার ছিল ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ। এ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৬৭৮ জন পরীক্ষার্থী। ফল বিপর্যয়ের কারণ উদঘাটনের জন্য কমিটি ছাড়াও ফল খারাপ করা ২০১টি কলেজের অধ্যক্ষকে ফল বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যতে ভালো ফল করার সুপারিশ জানাতে একই দিন ৭ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়। এসব কলেজের অধ্যক্ষগণ কমিটির নিকট কারণ ব্যাখ্যাসহ তাঁদের সুপারিশ/জবাব দিয়েছেন। অধ্যক্ষদের নিকট থেকে পাওয়া জবাব পর্যালোচনা করে ফলাফল বিপর্যয়ের নেপথ্যে ৯টি কারণ উল্লেখ করে ফল উন্নয়নে ৯টি সুপারিশ সম্বলিত ৪ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন গত ১৬ আগস্ট বুধবার বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আবদুল খালেকের নিকট দাখিল করে তদন্ত কমিটি।

সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণে ফল বিপর্যয়ের নানা কারণ তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে- পাঠ্যক্রম, পাঠদানের পদ্ধতি, প্রশ্নপদ্ধতি, পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় অসামঞ্জস্যতা, পরীক্ষকগণের বোর্ড প্রদত্ত নমুনা উত্তরপত্র সরাসরি অনুসরণ, প্রশিক্ষণবিহীন পরীক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ইংরেজি বিষয়ে দুর্বলতা, শিক্ষার্থীদের ফেসবুক/ইন্টারনেটে আসক্তি ইত্যাদি। বিপর্যয় কাটিয়ে ভবিষ্যতে ফল উন্নয়নের জন্য তদন্ত কমিটি যে ৯টি সুপারিশ করেছে তা হচ্ছে- ভেন্যু কেন্দ্র বাদ দেওয়া, ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, অভিন্ন প্রশ্নপদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ, প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ, গুণগত শিক্ষার মানোন্নয়নে সেমিনার ও কর্মশালা করা, পরীক্ষা কেন্দ্রে অহেতুক ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না করা, অধিক সংখ্যক পরীক্ষক নিয়োগ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষমুখী করা।

এদিকে, এবার এ বোর্ডে পর্যায়ক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয়ের বিষয়টি নিয়ে দেশজুড়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হওয়ায় আগামীতে ভালো ফলাফলের আশায় প্রশাসনসহ বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গতকাল সোমবার কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের আয়োজনে নগরীর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলার সকল নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আবদুল খালেক।

ব্যানবেইস